ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজাইন এন্ড অ্যাপারেল ফ্যাশন এবং বি.এসসি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ

ভর্তি নির্দেশিকা

প্রযুক্তি ইউনিট

ভর্তি পরীক্ষা: ৩০ নভেম্বর ২০১৮, শুক্রবার, সকাল: ১০.০০ টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধিভুক্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর, বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল), **বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং/টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং** ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার), সাভার, ঢাকা, শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট-এ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে (৪ বছর মেয়াদী) ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

অধিভুক্ত কলেজসমূহ

কলেজের নাম	ঠিকানা	বিষয়	ফি
ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	খাগডাহর (রহমতপুর) ময়মনসিংহ ফোন: ০৯১-৫২১১১	ইইই, সিভিল এবং সিএসই	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ফরিদপুর ফোন ০৬৩১-৬৬৩০৪, ৬৬৩০৫	ইইই, সিভিল এবং সিএসই	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	বরিশাল ফোন: ০২-৯১০৩৯৫৬	ইইই এবং সিভিল	সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এর বিধি মোতাবেক
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)	নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা মোবাইল ফোন: ০১৭৫৫০৬০২৭৫, ০১৮২০০০৮৮৭৬	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই), ফ্যাশন এন্ড অ্যাপারেল ডিজাইন	৪ বছরে কোর্স ও অন্যান্য ফি ৪,৫৮,০০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১৪/২৬ শাহজাহান রোড (টাউন হল), মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন: ৯১৩৩৪৫৩, ০১৭১৯৭৩১৪০৭ ০১৭১৫১৫২৭৪৭	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪ বছরে কোর্স অন্যন্য ফিসহ ৪,৫৩,০০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)
শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	মামুদপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর। মোবা: ০১৭৬৮৭১০২৫৫	ইইই, সিভিল	৪ বছরে কোর্স ও অন্যান্য ফিসহ ৪,৮০,০০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহ

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি একটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ (সদর) শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে খাগডহর (রহমতপুর) এ অবস্থিত। অত্র কলেজটি ১১ এপ্রিল ২০০৭ সাল হতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। দেশে প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজের যাত্রা শুরু করা হয়।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত কলেজেটিতে বর্তমানে ৩টি বিভাগ চালু রয়েছে : (১) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগ, (২) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগ, (৩) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুয়োগ আছে।

প্রশাসনিক ভবন

অত্র কলেজে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ৯টি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও বিভাগের বিভাগীয় সেমিনার ও লাইব্রেরী এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ ক্লাশ ও স্বনামধন্য শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।

ই.ই.ই. ভবন

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ১০টি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ল্যাব রয়েছে। যেখানে Structural Lab ও Geo-Technical Lab বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সিভিল ভবন

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বমোট ১০টি সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও বিভাগের বিভাগীয় সেমিনার ও লাইব্রেরী এবং আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ ক্লাশ ও স্বনামধন্য শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম চলমান।

সি.এস.ই ভবন

কলেজটিতে ৫তলা বিশিষ্ট লাইব্রেরী রয়েছে, যেখানে বিশ্বমানের বই, জার্নাল, নামকরা গবেষকদের গবেশনা পান্ডুলিপি ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার উল্লেখযোগ্য। সেখানে একটি ৩০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম রয়েছে।

গ্রন্থাগার ভবন

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ website: www.mec.ac.bd
E-mail: mec.ac.bd@gmail.com

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রকৌশল বিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য ফরিদপুর জেলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কলেজটি ফরিদপুর শহর থেকে মাত্র ২.৭ কি.মি. দূরে অবস্থিত। কলেজটি ২০১০ সালে ৫ একর জায়গার উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অত্র কলেজটি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত এবং ২০১৩ সাল হতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। অত্র কলেজে ৫ তলা ৩টি একাডেমিক ভবন আছে। উক্ত কলেজে ৫ তলা ২টি ছাত্র হোস্টেল এবং ১টি ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে। কলেজটিতে একটি লাইব্রেরী ও একটি অডিটরিয়াম আছে। এছাড়া একটি প্রশাসনিক ভবন, ব্যাংক, ডাকঘর ও ক্যান্টিনের জন্য দ্বিতলা ভবন রয়েছে এবং অধ্যক্ষের বসবাসের জন্য দ্বিতল বিশিষ্ট বাসভবন রয়েছে। নিরাপত্তার জনস্বার্থে কলেজটি সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা মনিটরিং করা হয় এবং প্রতিটি বিভাগে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। শুধু পড়াশুনা নয় বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক ও গবেষণার ক্ষেত্রে কলেজটি পিছিয়ে নেই। কলেজটিতে রয়েছে ডিবেটিং ক্লাব, গবেষণা ক্লাব এবং কালচারাল ক্লাব। ২০১৮ সালের ডিজিটাল উদ্ভোবনী মেলায় ফরিদপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বশ্রেষ্ঠ হবার গৌরব অর্জন করেছে।

অত্র কলেজে ৩টি বিভাগের ল্যাব পরিচালনার জন্যে সকল মালামাল ও যন্ত্রপাতি স্থাপিত রয়েছে। কলেজটিতে বর্তমানে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩টি বিভাগ চালু আছে। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিটি বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্নত চিন্তাধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ০৬৩১-৬৬৩০৪, ০৬৩১-৬৬৩০৫
website: www.fec.ac.bd, **E-mail:** principal.fec@gmail.com

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি একটি সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৮ একর জায়গার উপর বরিশাল বিভাগীয় শহর থেকে প্রায় ১৩ কি: মি: পূর্বে বন্দর থানাধীন উত্তর দূর্গাপুরে বরিশাল-ভোলা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত।

অত্র কলেজটি ১৬ নভেম্বর ২০১৭ খ্রি: হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হয়ে ২০১৭-২০১৮ সেশনে ভর্তির অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়েছে। এ কলেজটিতে বর্তমানে ২টি বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়: (১) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ই.ই.ই) বিভাগ (২) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগ। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি বিভাগে ৬০ জন করে মোট ১২০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সুযোগ আছে। কলেজটিতে একটি প্রশাসনিক ভবন, চারটি একাডেমিক ভবন, একটি ৪০০ সিটের ছাত্রাবাস ও একটি ১০০ সিটের ছাত্রীনিবাসসহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন রয়েছে।

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনসমূহ

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ **Website: www.barisal-eng.edu.bd**

E-mail: barisal.eng@gmail.com

National Institute of Textile Engineering and Research (NITER)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমানে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পদ্যোক্তাদের সংগঠন 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)' এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশের বস্ত্র ও সহায়ক শিল্পখাতে দক্ষ প্রকৌশলীর চাহিদা পূরণের মহতী উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'পিপিপি' এর মাধ্যমে বিটিএমএ-এর ব্যবস্থাপনায় রাজধানীর অদূরে সাভারের নয়ারহাট এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক সংলগ্ন স্থানে প্রায় ১৪ একর আয়তন বিশিষ্ট নিজস্ব ক্যাম্পাসে নিটার এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রখাতে গবেষণা ও বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশের বস্ত্র ও সহায়ক শিল্পখাতে দক্ষ প্রকৌশলীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী অনুষদ' -এর অধীনে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে 'বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং', ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে 'বি. এসসি. ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আই.পি.ই)' এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে 'বি. এসসি. ইন ফ্যাশন এন্ড অ্যাপারেল ডিজাইন (এফএডি)' কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখিত বিভাগ সমূহে অনুমোদিত আসন সংখ্যা নিম্নরূপ

নং	বিভাগ সমূহ	অনুমোদিত আসন সংখ্যা
১.	টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	২২৫ টি
২.	ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিঃ (আই.পি.ই)	৭০ টি
৩.	ফ্যাশন এন্ড অ্যাপারেল ডিজাইন	৪০ টি

নিটার-এ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যায়ন ও গবেষণার জন্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সর্বাধুনিক 'স্টেট অফ দ্য আর্ট' ল্যাবরেটরী বিদ্যমান, যা বাংলাদেশে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। নিটার এর রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, আধুনিক উইভিং ও নিটিং যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব, ওয়াশিং ল্যাব, টেক্সটাইল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, কম্পিউটার CAD-CAM ল্যাব।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি/ ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ ফ্লুইড মেকানিক্স এন্ড মেশিনারি ল্যাব, থার্মোডিনামিক্স এন্ড হিট ট্রান্সফার ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং UTM ও CNC সমৃদ্ধ ম্যাটেরিয়ালস এন্ড সলিড মেকানিক্স ল্যাব, ফাউন্ড্রি এন্ড কাস্টিং ল্যাব ও আর্গনোমিক্স ল্যাব, এছাড়া কম্পিউটার ল্যাব ও রয়েছে। 'ফ্যাশন এন্ড অ্যাপারেল ডিজাইন (এফএডি)' বিভাগের জন্য ডিজাইন স্টুডিও এবং প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং ল্যাব, উন্নত মানের কম্পিউটার সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব। নিটার-এ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যায়নের জন্য রয়েছে আধুনিক লাইব্রেরী। আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য নিটার-এ রয়েছে পৃথক ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ **Website: www.niter.edu.bd,**

Email: ad.niter@gmail.com,

মোবাইল: ০১৭৫৫০৬০২৭৫, ০১৮২০০০৮৮৭৬।

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি ঢাকা শহরের প্রানকেন্দ্র মোহাম্মদপুর টাউন হল এবং চাঁদ উদ্যান হাউজিং, ০১ নং রোডে ১০ তলাবিশিষ্ট নিজস্ব আধুনিক ক্যাম্পাস সমূহে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে ০৪ বছর মেয়াদি বি.এসসি ইন-টেক্সটাইল শিক্ষাক্রমে ৪০ (চল্লিশ) টি আসন নিয়ে শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে বর্তমানে ১২০ (একশত বিশ) টি আসনে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে। **এছাড়া** শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আধুনিক ক্লাশ রুম, কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য অনেক ল্যাব রয়েছে।

প্রশাসনিক ভবন

একাডেমিক ভবন

লাইব্রেরী ও ল্যাব এর একাংশ

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ

ফোন: ০২-৯১৩৩৪৫৩ মোবাইল: ০১৭১৫-১৫২ ৭৪৭, ০১৭১৯-৭৩১৪০৭,

Website: www.stec-edu.org, E-mail-stec_ac@yahoo.com

শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

২০১৭ সালে ফরিদপুর জেলায় শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়ে ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সমূহের ভর্তির মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিভাগসমূহ হলো (১) বি,এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং (২) বি,এসসি-ইন-ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বিভাগসমূহ:

ক্র:নং	বিষয়	অনুমোদিত আসন
১	বি,এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
২	বি,এসসি-ইন-ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০

উল্লেখ্য, শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত একমাত্র বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এছাড়া কলেজের নিজস্ব ক্যাম্পাস, ক্লাশ রুম, লাইব্রেরি, ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের ফি: ভর্তি ও সেমিস্টার ফি বাবদ প্রতি সেমিস্টারে ৬০,০০০/- টাকা হিসেবে ৮ সেমিস্টারে মোট প্রতিষ্ঠানের ফি ৪,৮০,০০০/- টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফিসহ অন্যান্য ফি আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে। তবে, মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদেরকে টিউশন ফি মওকুফ করাসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ

Email: sichowdhury77@yahoo.com, Web: scec.edu.bd

Cell: 01768-710255, Tel no- 0631-66686

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা

কলেজের নাম	ভর্তি বিষয়	আসন সংখ্যা
ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	৬০
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	৬০
বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	২২৫
	বি.এসসি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই)	৭০
	বি.এসসি ইন ফ্যাশন এন্ড অ্যাপারেল ডিজাইন	৪০
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং	১২০
	মোট	**১০১৫**

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

১. ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কারিগরি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) /A-Level পাশ বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.০০ হতে হবে। তবে, প্রার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয় থাকতে হবে।

২. যে সকল প্রার্থী ২০১৩ অথবা তার পরে পাসকৃত IGCSE O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে গড়ে C গ্রেড এবং ২০১৭ সনের GCE A-Level পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (কোন বিষয়ে D গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না) শুধু মাত্র ঐসকল শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদনের পূর্বেই ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সমতা নিরুপণের জন্য নির্ধারিত ফি নগদ ১০০০/- টাকাসহ জমা দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরুপণের সার্টিফিকেটে উল্লেখিত Equivalence ID ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট (১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (২) শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং (৩) শহিদুল চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য **০১ অক্টোবর ২০১৮ হতে ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত** অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৪. অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভর্তির সাধারণ নির্দেশাবলী থাকবে। এই ওয়েবসাইটে আবেদনকারীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ইউনিট এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়তে হবে।

(খ) **প্রযুক্তি ইউনিট** এ ভর্তির আবেদন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইট এর **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করার পর **"আবেদন/লগইন"** এর তথ্যের পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি দেখা গেলে **"নিশ্চিত করছি"** বাটন এ ক্লিক করতে হবে।

(ঘ) আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোনো ইউনিটে আবেদন না করে থাকলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও কোটার তথ্য চাওয়া হবে।

(ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি দেয়া হলে পরবর্তী পাতায় সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে বেসরকারি মালিকাধীন যে কোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পাতায় দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ০৭ (সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোর্ডটি আবেদনকারী পাতার নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর "নিশ্চিত করছি" বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা দেখা যাবে। এই পাতার মাধ্যমে আবেদনকারী আবেদন করে টাকা জমার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এ জন্য "আবেদন" বাটনে ক্লিক করতে হবে। "আবেদন" বাটনে ক্লিক করার পর বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) এর ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পাতা থেকে

আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

(ছ) উপর্যুক্ত পাতা থেকে "টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রশিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। পেমেন্ট স্লিপটির দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

(জ) টাকা জমার রশিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারী ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রশিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে রশিদে উল্লেখিত পরিমাণ ৬০০/- টাকা দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রুপালী) যে কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণস্বরুপ টাকা জমার রশিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

(ঝ) আবেদনকারীর ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে ইউনিটের "পেমেন্ট" কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী ২০নভেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে ২৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত তার ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঞ) প্রবেশপত্রে ভর্তি পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত কাগজপত্র নিয়ে আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(ট) আবেদনকারী মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিকের যে কোন একটিতে বা উভয়টিতে IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী হলে তাদের O-Level/A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রির সমতা নিরুপণ (Equivalence) করার পর সমতা নিরুপণ সনদপত্রে উল্লেখিত Equivalence ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথা নিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঠ) IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে Equivalence করার জন্য ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে তার গ্রেডশীট/মার্কসীটসমূহের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে এবং সমতা নিরুপণ ফি প্রদান করতে হবে। সমতা নিরুপণের পর আবেদনকারীকে একটি সমতা নিরুপণ সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত সনদপত্রে Equivalence ID উল্লেখ থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষা

৫. (ক) ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ভর্তি পরীক্ষা ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

(গ) ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট ১২০টি প্রশ্নের জন্য মোট নম্বর হবে ১২০।

৬. ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা এবং ইংরেজী মাধ্যমে হবে; এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজী বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পদার্থ, রসায়ন ও গণিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩৫ নম্বর এবং ইংরেজী বিষয়ের জন্য ১৫ নম্বর।

৭. ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪৮। যারা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। উল্লেখ্য, ভুল উত্তরের জন্য কোন প্রকার নম্বর কাটা যাবে না।

৮. ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতির উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় এমসিকিউ (MCQ) ঘর পূরণ করার উপযোগী কালো বলপেন আনতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি এমসিকিউ (MCQ) উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। অতএব, উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে এবং পূরণ করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

৯. উত্তরপত্রে Roll Number ও Serial Number লেখায় কোন ঘষামাজা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এমন যে কোন প্রকার ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর নিকট যে কোন প্রকার ইলেকট্রিক ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে বহিস্কার করা হবে।

১১. ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত আসন বিন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন প্রার্থীকে Roll Number ও Serial Number অনুসারে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান ও সময় অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। নির্ধারিত আসনে পরীক্ষা না দিলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

১২. (ক) মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের অর্জিত মেধাস্কোর ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য মাধ্যমিক/ O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ০৮ গুণ, উচ্চ মাধ্যমিক/ A-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ১২ গুণ এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ সর্বমোট ২০০ নম্বরের মধ্যে মেধাস্কোর নির্ণয় করে তার ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

(খ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।

(১) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর,

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় ব্যতিত

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় সহ

(৩) SSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA চতুর্থ বিষয় সহ

(গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরুপ ধরে জিপিএ হিসাব করা হবে,

A=5.0 B=4.0 C=3.5 D=3.0

(ঘ) যারা ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪০ এর কম নম্বর পাবে, তাদের মেধাস্কোর করা হবে না।

১৩. ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে জানা যাবে।

১৪. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে নগদ ১০০০/- টাকা নিরীক্ষা ফি অনুষদ অফিসে জমা দিয়ে ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ বরাবর আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করানো যাবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন হলে মেধা তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেওয়া হবে।

১৫. মেধা তালিকা প্রকাশের পর মেধক্রম ও শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ বন্টন করা হবে। সেই অনুযায়ী HSC এবং SSC এর মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে।

১৬. মুক্তিযোদ্ধা সন্তান (নাতি-নাতনীসহ), উপজাতি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) এবং খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা) কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করার সময় কোটায় টিক দিবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পুণরায় কোটায় আবেদন করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিসহ (মুক্তিযোদ্ধা যদি প্রার্থীর দাদা/নানা হয়, তাহলে প্রার্থীর বাবা/মা এর এসএসসি পাশের সনদপত্র/কাবিননামার ফটোকপি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ওয়ারিশনামাসহ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে) আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে স্ব স্ব আদিবাসীর প্রধান ও জেলা প্রশাসন এর সনদপত্র, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র ও আই.ডি কার্ড এর ফটোকপি এবং প্রতিবন্ধীদের (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ক্ষেত্রে জেলা সিভিল সার্জন কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদের ফটোকপি ও আই.ডি. কার্ড এর সত্যায়িত ফটোকপি এবং খেলোয়াড় কোটার ক্ষেত্রে বিকেএসপি কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। কোটার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র **ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ অফিস হতে নির্ধারিত আবেদনপত্র (ফি জমা সাপেক্ষে) সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ জমা দিতে হবে।**

বিবিধ

১৭. ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোন রিপোর্ট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮. ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায় এমন কি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং মনোনয়ন বাতিল করা হবে।

১৯. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যে কোন ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন	:	**০১/১০/২০১৮ থেকে ১৩/১১/২০১৮ পর্যন্ত**
ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময়	:	**১৫ নভেম্বর ২০১৮ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত**
প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ	:	**১৮ নভেম্বর ২০১৮ হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত**
পরীক্ষার তারিখ	:	**৩০ নভেম্বর ২০১৮ সকাল ১০.০০ টা**
ফল প্রকাশ	:	**ভর্তি পরীক্ষার ০৭ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে**

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ, কার্জন হল এলাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোন: ৯৬৬৭২২২ এক্স: ৪৩৬৬